দৈনিক
জনকণ্ঠ
27 MAY 2000

ত্রিশ উপজেলার প্রাথমিক স্কুলের তদারকির দায়িত্ব ব্র্যাককে দেয়ায় তোলপাড়

শিক্ষকরা মানতে পারছেন না, পরীক্ষামূলকভাবে চালানো যেতে পারে॥ আনিসুজ্জামান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাককে দেশের ৩০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তদারকির দায়িত্ব প্রদান করায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। দেশের শিক্ষাবিদরাও মনে করেন, দেশের প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করা সরকারের দায়িত্ব। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা কোন বেসরকারী সংস্থার হাতে ছেড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তবে কেউ কেউ মনে করেন, পরীক্ষামূলকভাবে এ প্যাকে প্রোগ্রাম চালানো যেতে পারে। সম্প্রতি সরকার দেশের ৩০টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তদারকির দায়িত্ব বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাককে প্রদান করেছে। ব্র্যাক এসব বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ, সুপারভিশন ও মনিটরিং করবে। ব্র্যাক সূত্র জানায়, শীঘ্রই ব্র্যাক তাদের কার্যক্রম শুরু করবে।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয় বলে মনে করেন দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এ প্রসঙ্গে সোমবার ফোনে তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, এটা ঠিক হবে না। সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এখন যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে দেয়া উচিত। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে যদি ব্র্যাকের অধীনে দেয়া হয় তাহলে একটা নেগেটিভ ফল আসতে পারে। কারণ হিসাবে তিনি বলেন, ব্র্যাক ভিন্নভাবে পাঠদান করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেভাবে পাঠদান করা হয় তাদের সে ধরনের অভিজ্ঞতা নেই। তিনি মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের নিয়ন্ত্রণেই থাকা উচিত।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, সরকারের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা চালানো। এটা কোন বেসরকারী সংস্থার হাতে ছেড়ে দেয়া ভাল কাজ হবে না। তবে পরীক্ষামূলকভাবে এ প্যাকেজ প্রোগ্রাম চালু করা যেতে পারে মন্তব্য করে তিনি বলেন, সরকারী বিদ্যালয়গুলোর চেয়ে এনজিওর স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি ভাল, যত্ন ও বেশি নেয়া হয়। শিক্ষকদের জবাবদিহিও বেশি। কিন্তু কেন একটি বেসরকারী সংস্থাকে এটা দেয়া হলো তাও দেখতে হবে। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা

(১১-পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

ত্রিশ উপজেলার

(১২-এর পাতার পর)

সরকারেরই দায়িত্ব। তিনি মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সরকার রাখলে তা সুচারুভাবে পালন করা উচিত। এদিকে সরকারের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ইতোমধ্যে এ সিদ্ধান্তে তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। গত ২৪ মে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছে। একই দাবিতে আজ মঙ্গলবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠনগুলো, যৌথ সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে। এ সংবাদ সম্মেলন থেকে শিক্ষকরা এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে কর্মসূচী ঘোষণা করতে পারেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সোমবার এ দাবিতে স্ব স্ব জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

শিক্ষকরা মনে করেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সুপারভিশন, মনিটরিং ও প্রশিক্ষণের কার্যকর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ব্র্যাককে একই ধরনের কাজের দায়িত্ব প্রদান দুরভিসন্ধিমূলক। শিক্ষকরা বলছেন, ব্র্যাক যেখানে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নে সফলতা অর্জন করার প্রশ্নই আসে না।